বরাবর

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা

বিষয়:তামিরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত পুর্বক ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন।

জনাব

যথা বিহীত সন্মান প্রদর্শন পুর্বক আবেদন এই যে তামিরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদীন্ত পুর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো নিম্নরুপঃ-

১। নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থী তালিকার মোঃ মিজানুর রহমান যার কাম্য যোগ্যতা নেই।অথচ বাছাইকৃত বৈধ প্রার্থী তালিকায় তার নাম আছে।
২। প্রার্থী মো জাকির হুসাইন সে একজন চতুর ও দুর্নীতিবাজ। ইতিপুর্বে দুর্নীতির অভিযোগে চাটখিল কামিল মাদরাসার অধক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। তামিরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসার জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রাপ্যতা না থাকা সত্বেও তার স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে অবৈধভাবে মোটা অংকের ঘুষের বিনিময এম পি ও ভুক্ত করা হয় । বিভাগিয় তদন্ত হলে বিষয়টি প্রমানিত হবে।
৩। প্রার্থী জাকির সাহেবের শালিকা সাঈদা একই প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক পদে চাকুরিরত সে নিজেকে স্বঘোষিত উপাধ্যক্ষ হিসাবে পরিচয় দেন। সাঈদা ইতিপুর্বে সভাপতি মহোদয়কে ম্যানেজ করে সম্পুর্ন অবৈধভাবে বোনের জামাই ও বোনের প্রভাব খাটিয়ে সহকারী অধ্যাপকের রেজুলেশন করান যারফলে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি এমতবস্থায় দুর্নীতিবাজ জাকির হুসাইনকে নিযোগ দিলে ঐতিহ্যবাহী এদ্বীনি প্রতিষঠানটি একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে।আর আমাদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে হবে।
৪। গভনিং বডির সভাপতি প্রথমিক পর্যায়ে জাকিরকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োস দিতে রাজি ছিল না পরে সুচতুর জাকির তার অপর শালিকা যিনি পুর্বে একই মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন তার মাধ্যমে মালয়শিয়াতে মোটা অংকের চুক্তির বিনিময় তাকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য রাজি হন।
৫। বিধিমোতাকে আবেদনের শেষ দিন হতে সাতদিন পরে আবেদন পত্রের যাচাই বছাই করার নিয়ম থাকলেও তড়িঘড়ি করে দুই দিনের মধ্যে বৈঠক করা হয়।প্রতিষ্ঠানে পরবর্তীতে আরও তিনটি আবেদন ডাকযোগে আসলেও তা অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।
৬। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা অধিদপ্তরে যে অঙ্গীকার নামা জমাদেয়া হয়েছে তা সম্পুর্ন অসত্য। প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও জমি নিয়ে মামলা চলমান।
৭। ২০১০ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী মুফাচ্ছির ফকিহ পদে চাকুরিরত শিক্ষকগন অধ্যক্ষ পদে আবেদন করতে পারবেন না। যেহেতু অধ্যক্ষ পদে আবেদনের যোগ্যতার বর্ননার মধ্যে মুফাচ্ছির ফকিহ উল্লেখ নেই। বাছাই কমিটি দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহন করে তাদেরকে নিয়োগ দেয়ার জন্য বৈধ প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বিষয়টিতদন্ত করলে বের হয়ে আসবে।
৮। আবেদনকারী আ ন ম মঈনুদ্দীন সিরাজি সে দুর্নীতির কারনে পাচটি মামলার ফেরারি আসামি হিসাবে আছেন। অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বেছ্চাচারিতার দায়ে ইতিমধ্যে ২/৩ টি প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরিচ্যত হয়েছেন।

৯। তামিরুল মিল্লাত মহিল কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদটিএম পি ও ভুক্ত করনের জন্য বিধি অনুযায়ি শুণ্য ঘোষণা করা হয়েছে তবে এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র মাদরাসা অধিদপ্তরে ও আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদেয়া হয়নি বিষয়টি তদন্ত করা প্রয়োজন।
১০। প্রতিষ্ঠানের ফাযিল কামিল স্তরের অধিভুক্তি/নবায়ন নেই এমতবস্থায়র কিভাবে অধ্যক্ষ পদে নিযোগ কার্যক্রম চলতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর তদন্ত পুর্বক অধিদপ্তর নিয়োগ বোর্ডে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে আজ্ঞা হয়।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ-
১। মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২। মাননীয় সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা
৩। উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্দ্যিালয় ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা।
৫। মাদরাসা পরিদর্শক ,ইসলামী আরবি বিশ্দ্যিালয় ঢাকা।
৬। মোঃ ছরওয়ার আলম পরিচালক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা।

বিনীত নিবেদক
১। আ ন ম হেলাল উদ্দীন
২ মোঃ মাহবুব
৩ মোঃ মাহবুব